এক, দুই, তিন...

মিষ্টি মধু রসালো
মৌমাছিতে জ্বালালো।
জ্বালাক তবু ছাড়ব না,
হুল ফোটালেও মরব না।

ঘণ্টা বাজায় ক্ষুদে কাঁচপোকা,
গঙ্গাফড়িঙও নয় তত বোকা,
বেহালা বাগিয়ে তোলে কত সুর,
ঘাসের রাজ্য গানে ভরপুর।

ছোটো বড়ো ব্যাঙ,
ল্যাগবেগে ঠ্যাঙ—
যেতে, যেতে, যেতে,
মিলে গেল পথে
ভারি কাঁচ কাঁচ
বিলেতী বৈঁচি।

তেষ্টা পেলে ভোরে,
নুইয়ে ফুলদল
শিশিরজমা জল
খাও না পেট পুরে।

সড়সড়ালো ঘাস,
নড়ল কিছু, বাস—
শশকছানাগুলো
ভয়েই বুঝি ম'লো,
জুলজুলিয়ে চায়,
লুকোবে কোথায়।

চারটে হাঁসের ছানা,
পোকা তো একখানা,
পেয়েছে তাকে বাগে,
তবে,
কে ঠোকরাবে আগে ?

আমি বাপের বেটা,
ভয় পাবে সে কেটা ?
নাই বা হল সাপ,
দেখুক আমার দাপ।

উড়ছে হেলিকপ্টার,
হাঁ ক'রে রেখে মুখ তার
ভাবছে কাকের ছানা
মিলবে নতুন খানা।

পাইন গাছের মোচা নিয়ে
লাগল চুলোচুলি,
মিনিট খানেক পরেই গিয়ে
ভাবে গলাগলি।

মনে ছিল আশা
মাছ ধরবে খাসা,
খাবে মাছের ঝোল,
শুধু গণ্ডোগোল,
উঠল ছিপে কী এ!
কী হবে ওটা দিয়ে!

ব্যাঙের ছাতা নয়কো যা-তা,
একই সঙ্গে বাসা, ছাতা।

ছুটবে আমার সঙ্গে?
ছুটব আমি রঙ্গে।
দু' জোড়া পা, পুচ্ছে
লম্ফ দেব উচ্চে।
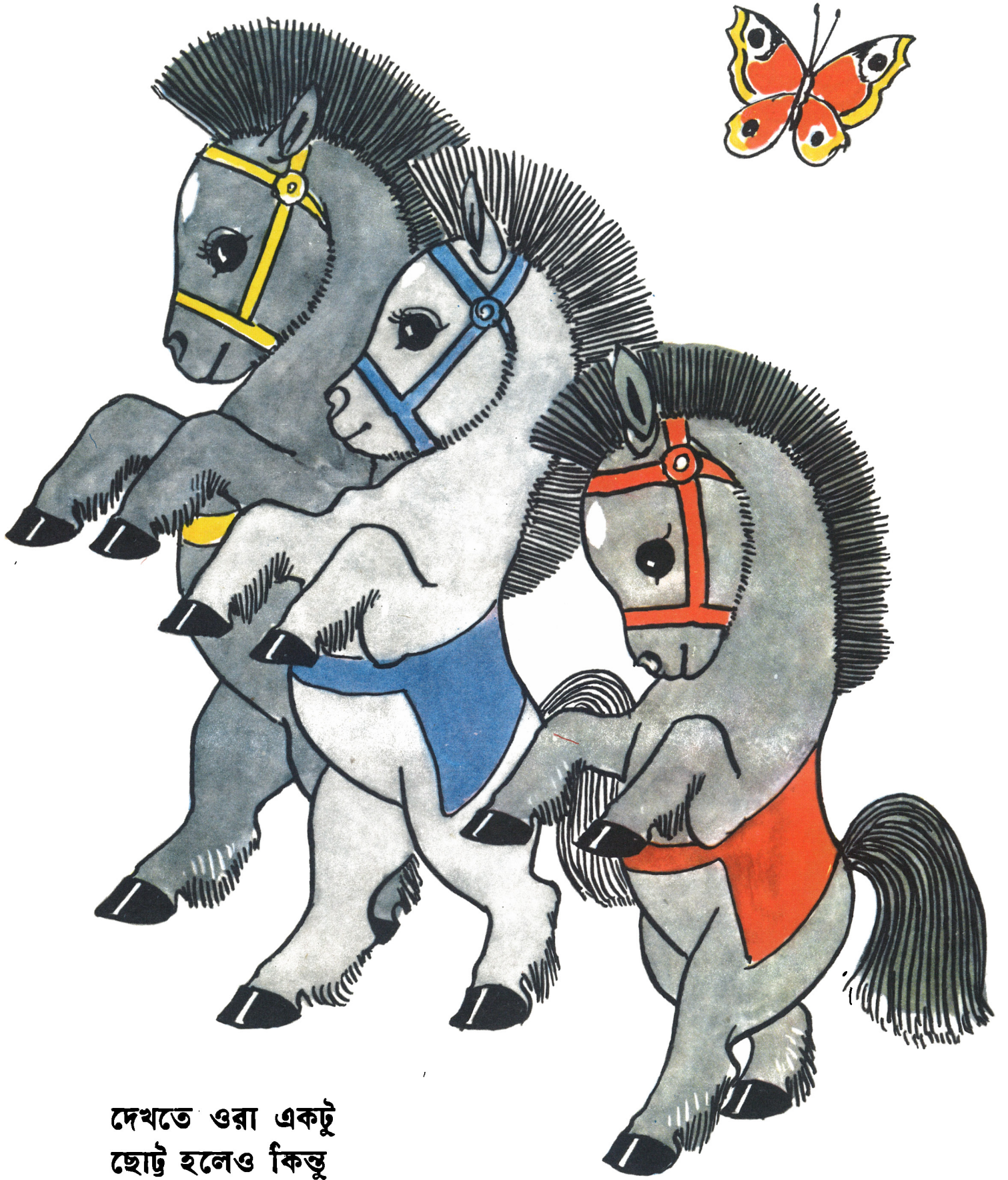
দেখতে ওরা একটু
ছোট্ট হলেও কিন্তু
ভারি মিঠ্ঠু জন্তু,
নামটা তাই টাট্টু।

আমরা ছাগল ছানা,
শিঙ গজিয়েছে কিনা—
ঢুঁসোঢুসি খেলা করছি,
ভেবো না আমরা লড়ছি।

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛАПТЕВ

РАЗ, ДВА, ТРИ...

На языке бенгали

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

Л $\frac{70801\text{-}264}{014(01)\text{-}81}$ без объяв.

4803010102